

ফিরে দেখা ৩০ বছর :

গতকাল আমরা ১৫ জন যারা বুয়েট থেকে ১৯৮৮ সালে বের হয়েছিলাম একটা সুন্দুর বিকেল ও সন্ধ্যা কাটালাম ক্যানবেরার মান্যবর হাই কমিশনার বন্ধু সুফি এর বাসায়. সন্ধ্যা ৬টা শুরু হয়ে কখন যে রাত ১২টা বেজে গেলো কেউ বুজতে পারিনি. সবার অনুভূতি ছিল এইতো সেই দিন এর কথা. স্লাইডে শোতে যখন পুরোনো দিনের ছবি ভেসে আসছিলো তখন সবাইকে নস্টালজিয়াএ পেয়ে বসেছিলো . প্রিয় বন্ধু সুফি ভুলে গিয়েছিল সে একজন মাননীয় দূত . ও এখনও ভুলে যায়নি ফেলে আসা দুস্টুমি গুলো . সুফি ও ভাবীর অসাধারণ আতিথেয়তা আমাদের মুগ্ধ করেছে. বিকেলের গরম নাস্তা দিয়ে শুরু এরপর অনেক পদের ডিনার আর ডেসার্ট আর সবশেষে চা. আমাদের কিছুই করতে হয়নি. সুফির লোকবল সব ম্যানেজ করেছে.

ব্রিসবেন থেকে ২ জন, মেলবোর্ন থেকে ২ জন, পার্থ থেকে একজন, ক্যানবেরার ২ জন আর সিডনী থেকে আমরা ৮ জন ফ্যামিলি সহ এসেছিলাম .

সবার জন্য টি শার্ট, স্মরণিকা, ক্রেস্ট ও প্রচুর গিফট ছিল. চুল্লু ও তুহিন এর পুরোনো দিনের গান আমাদের কে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ফেলে আশা বুয়েট চত্বরে.

নানান ধরণের মজাদার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সবার মেমরি ঝালাই করা হচ্ছিলো. স্লাইড শো তে সবার পরিবর্তন দেখানো হল , বর্তমান আর ৩০ বছর আগের ছবি পাশাপাশি দেখিয়ে . সেই সাথে আমাদের রোগ এর ছবি গুলো ছিল খুবই উপভোগ্য.

আমাদের পরিবার খুবই উপভোগ করে আমাদের বন্ধুত্বের এই মিলনমেলা. ব্রিসবেন, মেলবোর্ন, পার্থ, সিডনী আর ক্যানবেরা থেকে সবাই এসে ফিরে যাবে মধুর কিছু স্মৃতি নিয়ে. আমার গত দুই মাসের পরিশ্রম সার্থক হল সবার সহযোগিতা আর অনুপ্রণায় .

ঘড়ির কাটা যখন বারোটা বাজলো তখন আমাদের কে বিদায় নিতে হলো. কিন্তু যাবার আগে সবাই প্রতিজ্ঞা করলো আমরা আবার মিলিত হব , এটাই শেষ নয় .

জয় হউক বন্ধুত্ব.

শুভ হউক আমাদের বুয়েট ৮৮ এর বন্ধুত্ব.

নওশাদ

বুয়েট ৮৮ সিভিল .

সিডনী

















